সংবাদ

02

তারিখ ... 17.11.85 ...
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম ... 5 ...

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

জগন্নাথ কলেজ বন্ধ প্রসঙ্গ বনাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

কলেজ কথাটির কোন অর্থ নাই। বেশতো ঐ কথার যদি কোন অর্থ না থাকে তবে শুধু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বলিলেই হয়, এ পথে কোন বাধা সৃষ্টি না করিলেই দেশের মঙ্গল হইবে।

আমি জানি এ কথা বলামাত্রই অনেক কায়েমী স্বার্থবাদী বলিয়া উঠিবেন যে, জগন্নাথ কলেজে নকল হয়, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় হইলে তাহারা নকল করিয়া পাস করিবে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া চাকুরী চাহিবে। ইহাই আসল কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ নিজেদের গৌরগীপাট্টা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য জগন্নাথ কলেজের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন একথা প্রমাণ করা কঠিন নয়। জগন্নাথ বা অন্য কলেজ হইতে ভাল নম্বর পাইয়া অনার্স পাস করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম,এ এম,এসসি পড়িতে গেলে তাহাকে চক্রান্তমূলকভাবে কম নম্বর দেওয়া হয়। তাহা না হইলে বিশ্ববিদ্যালয় কোন উচ্চমানের শিক্ষাদান করা হয় তাহা যে ফাঁস হইয়া যাইবে। আমরা একথা যে সত্য তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানি। অন্যরাও খোঁজ নিলেই জানিতে পারিবেন। বাস্তবিক বাহিরের কলেজ হইতে অনার্স পাস করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম,এ, এম,এসসি পড়িতে গেলে তাহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হয় এমন অভিযোগ সর্বদাই শোনা যায়।

আমি মনে করি জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা দেশের স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন। জগন্নাথ কলেজের শিক্ষকমণ্ডলীর চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন একথা মনে করার কোন কারণ নাই। জগন্নাথ সরকারী কলেজের অধ্যাপকগণ সরকারী কর্ম কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ লাভ করেন। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি প্রধান ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে একথার সত্যতা সহজেই নিরূপণ করা যাইবে। আর পরীক্ষার দুর্নীতির প্রসংগে বলা চলে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নকল হয় কিনা জানিনা তবে কলেজ শিক্ষক সমিতির তদন্ত টিমকে সুযোগ দিলে তারা হয়তো কিছু সত্য উদঘাটন করিতে পারিতেন। তবে পরীক্ষার প্রশ্ন যে, আগেই বলিয়া দেওয়া হয় এরকম কথা প্রায়ই শোনা যায় বটে। এমনও শোনা যায় যে, অনার্স কোর্স সিস্টেমে ইচ্ছামত নম্বর বসাইয়া দেওয়া হয়। এ সব শোনা কথা অবিশ্বাস করিতে সাহস হয় না। কারণ শিক্ষকদের যোগ্যতার তারতম্যের দরুন এ'ধরনের অনেক রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে বইকি। তবে এসব কথা প্রমাণ করা কঠিন হইবে অবশ্যই। কারণ এ বিষয়ে খোঁজখবর নিতে গেলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন সত্তা আহত হইবে।

অপর পক্ষে জগন্নাথ কলেজে কিছুসংখ্যক ছাত্র নকল করিয়াছে বলিয়া যে সেখানে সব ছেলে নকল করে এমন কোন কথা নাই। শক্তিমানদের ছত্রছায়ায় কিছুসংখ্যক ছাত্র নকল করিয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। এবং এ শক্তিমানরা শুধু জগন্নাথ কলেজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহেন। এমন অভিযোগ রহিয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তিমান কর্মকর্তার চাপের মুখেও অনেক ছাত্রকে অন্যায় সুযোগ দিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হন। এ সকল বিষয় তদন্ত না করিয়া একতরফাভাবে জগন্নাথ কলেজের উপর নকল সংক্রান্ত সব দোষ চাপাইয়া দিয়া ঐ কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রদের বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকায় তীব্র ঘৃণা সঞ্চারকারী প্রচারণা চালানোর ধরন দেখিয়া স্বভাবতঃই সন্দেহ হয় যে, আসল কারণ নকল নয়, আসল কারণ জগন্নাথ কলেজকে দেশের মানুষের চোখে এমনভাবে হেয়প্রতিপন্ন করা যেন তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার কথা কেহ না তুলিতে পারে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিলে অনেক ছেলেমেয়ে সর্বোচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ পাইবে এবং তাহাতে দেশের মঙ্গলই হইবে। আমি এমন কথা বলিনা যে, তাহাদের নকল করিয়া পাস করার সুযোগ দিতে হইবে। আমি বলি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা ব্যবস্থাকে একই পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত করা হোক। আমরা এমন অদ্ভুত কথা কখনই বিশ্বাস করিব না যে সারাদেশ যখন ব্যাপক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত তখন একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাই দুর্নীতিমুক্ত। অন্তত এ স্বঘোষিত নীতিবানদের হাতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ছাড়িয়া দেওয়ার পূর্বে তাহাদের উপর দেশ ও জাতির নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা প্রয়োজন একথা আমি অবশ্যই বলিব। এবং জগন্নাথ কলেজের নামে কলংক আরোপ করিলেই নীতিবানদের দায়িত্ব ফুরাইয়া যায় তাহাও আমি মনে করি না। তাহারাও আমাদের দেশেরই সন্তান। তাহাদের মধ্যে মূল্যবোধ জাগ্রত না করিয়া তাহাদের চিরদিনের জন্য অজ্ঞতা ও কলংকের অন্ধকূপে নিক্ষেপ করি...ই কর্তব্য পালন করা হইল এ কথা যাহারা মনে করেন তাহাদের আমরা দেশের চিন্তানায়করূপে মানিয়া নিতে পারিনা। আমি তাই সরকার ও দেশবাসীর নিকট এই আবেদন রাখিতে চাই যে, কাহারও সংকীর্ণ স্বার্থের প্রতি মিথ্যা সম্মান প্রদর্শন না করিয়া দেশের স্বার্থে কারমাইকেল কলেজ, বি, এম, কলেজ, জগন্নাথ কলেজ ও ইডেন কলেজকে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করুন। ইডেন কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করিলে স্ত্রী শিক্ষার যে বিশেষ প্রসার ও উন্নতি ঘটিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করিলে রাজধানী ঢাকার অসংখ্য মধ্যবিত্ত শিক্ষার্থী ও কর্মজীবী উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাইবে তাহা বলাই বাহুল্য। কারমাইকেল ও বি,এম কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিলে উত্তর ও দক্ষিণ বাংলার অসংখ্য ছাত্র/ছাত্রী সহজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ নতুন পুরাতন সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সর্বপ্রকার কলুষমুক্ত করিলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সুস্থ সবল চেতনার জোয়ার প্রবাহিত হইবে।

আবদুল জলিল,
৪১/৫ বাসাবো, ঢাকা।